গ্যারি আর ট্যারির কথা

• হুমায়ূন কবির

[লেখক আমেরিকা প্রবাসী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের চারটি বিষয়ে আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড। অবসরে সাহিত্যচর্চা করেন। তার রোগীদের কাহিনী আর সেই সঙ্গে আমেরিকার জীবনযাত্রার নানা দিক নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখছেন এই সিরিজে।]

(পর্ব চার)

বুকে পানি নিয়ে আইসিইউতে ভর্তি হওয়া অচেতন গ্যারিকে নিয়ে প্রথম রাতে খুব চিন্তায় ছিলাম। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্দিষ্ট কিছু ধরা পড়ছিল না। তবে পরের দিন সকালের রাউন্ডেই সব পরিষ্কার হলো। থাইরয়েড হরমোনের মারাত্মক স্বল্পতা। ডাক্তারি পরিভাষায় এ রোগের নাম 'মিক্সোডিমা কমা'। আমার ডাক্তারি জীবনে মাত্র কয়েকবার পেয়েছি, এটাই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। চিকিৎসা শুরুর একদিন পরই এই রোগী নড়াচড়া শুরু করল, সপ্তাহান্তে অনেকটা সুস্থ, আইসিইউ থেকে ফ্লোরে পাঠানো গেল। আরো এক সপ্তাহ পর এবার বাড়ি পাঠানোর পালা।

এই দুই সপ্তাহে বেশ কাছাকাছি চলে এসেছি। সম্পূর্ণ অচেতন ছিল যে, সে এখন সুযোগ পেলেই আমার হাত চেপে ধরে, কিছুতেই ছাড়বে না। নার্সরা এসে জোর করে ছাড়ায়। সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইটি বার বার ক্ষমা চায়। কী করবে? রোগীটি তো জন্মেছে ডাউনস সিনড্রোম নিয়ে। ভালো-মন্দ বোঝে না।

গ্যারির বাবা-মা বেঁচে নেই। ভাই ট্যারি তার দেখাশোনা করে। কেস ম্যানেজমেন্টের একজন প্রশ্ন তুলল, এই রোগীকে বাড়িতে পাঠানো ঠিক হবে কি? ভাইটা কি যথাযথ যত্ন করছে তার? থাইরয়েডের স্বল্পতা এতটা মারাত্মক কি এক দিনেই হলো? ঠিকমতো ডাক্তারের কাছে নেয় না... ইত্যাদি। কথাটায় যুক্তি আছে। ঠিক হলো পরের দিন মিটিং হবে। প্রয়োজনে সোশ্যাল সার্ভিসে খবর দেয়া হবে। ওরা তদন্ত করবে।

বিকেলে অফিস শেষে ঘরে ফেরার আয়োজন করছি। শার্লি, আমার অফিস ম্যানেজার, এসে সামনে বসল। ভাবসাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে দীর্ঘ কিছু একটা আলাপ শুরু করবে। থামিয়ে দিয়ে বললাম, কাল হবে। আজ তাড়া আছে। শার্লি নাছোড়বান্দা।

–কাল হলে হবে না। আজই শুনতে হবে।

–কেন? কী হয়েছে?

–গ্যারির ডাক্তার ঠিক করেছে তাকে নার্সিং হোমে পাঠাবে। ওর ভাইটা এসে কান্নাকাটি করছে।

–কান্নাকাটি করলেই হলো? গ্যারি তো মারাই গিয়েছিল প্রায়! ভাই দেখাশোনা করছে না ঠিকমতো। শুনেছি সারা বছর একবার মাত্র ডাক্তারের কাছে নিয়েছে। বাড়িতেও নাকি তেলাপোকা ঘোরে। গ্যারির তো সার্বক্ষণিক দেখভাল দরকার। ওর জন্য নার্সিং হোমই ভালো।

এভাবেই আলোচনাটার শুরু। শার্লির মুখে পরের আধাঘণ্টা কাহিনীটার শেষ শুনে তন্ময় হয়ে বসে ছিলাম কিছুক্ষণ।

গ্যারির জন্ম জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে। বাবা ছিলেন মিলিটারিতে। পার্ল হারবারে আক্রান্ত হওয়ার সময় হাওয়াইতে চাকরির শুরু। এরপর কোরিয়া হয়ে শেষে জার্মানি। গ্যারির জন্মের কিছুদিন পরই ডাক্তাররা জানালেন, ডাউনস সিনড্রোম। ভালো হবে না। দুর্ভাগাদের দুঃসংবাদ একে একে আসে। গ্যারির জন্মের এক বছরের মাথায় বাবার হার্ট অ্যাটাক। মিলিটারি থেকে অবসর নিয়ে বাড়ি। বাড়ি মানে কেন্টাকির প্রত্যন্ত এক গ্রাম। আর বাড়ি ফেরার তিন বছরের মাথায়, উনিশ শ উনসত্তর সালে মারা গেলেন বাবা। এবার মায়ের হাতে সংসার। পেনশনের টাকা আর অন্যান্য আয় দিয়ে কায়ক্লেশে চলছিল সংসার। আশায় আছে দিন ভালো হবে। গ্যারির কিছু না হলেও অন্য ছেলে-মেয়ে দুটি তো স্কুলে যাচ্ছে! সামনেই সুদিন।

কিন্তু সুদিন দেখার সময় পেলেন না মা। ক্যান্সারে ভুগে মারা গেলেন দু হাজার সাত সালে। মরার আগে ট্যারির হাত ধরে বলে গেলেন, 'গ্যারি'কে দেখিস রে বাবা। ওকে নার্সিং হোমে পাঠাস না কিন্তু!' মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের হাত ধরে কথা দিয়েছিল ট্যারি, বেঁচে থাকতে এ কাজ করবে না সে।

হাইস্কুল শেষ করার পর আর পড়াশোনা করেনি ট্যারি। স্থানীয় একটা কলেজে সিকিউরিটি গার্ডের কাজ তার। সামান্য বেতন। বিধবা বোন জেনিফারও থাকে তার সঙ্গে একই বাড়িতে। বোনের ছেলে-মেয়ে নেই। কাজেই গ্যারির দেখভালের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

শার্লিকে জিজ্ঞেস করলাম,

–ট্যারি বিয়ে করার পর কী হবে?

–ট্যারি ঠিক করেছে বিয়ে করবে না।

–তুমি বিশ্বাস করেছো সেটা?

উত্তরটা তৈরি ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল শার্লি।

–জগতে কত অবিশ্বাস্য ঘটনাই তো ঘটে। গল্পটাই তো প্রায় অবিশ্বাস্য। নয় কি?

এবার আমার চুপ করে থাকার পালা। ঠিকই তো। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটা বড়ই কঠিন।

না, গ্যারিকে নার্সিং হোমে পাঠানো হয়নি। বাড়িতেই গেছে সে, ভাইয়ের সঙ্গে। ভাঙা ট্রেইলারটি ঠিক করার জন্য টাকা তোলা হচ্ছে এখন। ভাই-বোন দুজনে মিলে গ্যারির যত্ন নেয় ঠিকঠাক। ওর ডাক্তারের কাছে নেয় নিয়মিত। আমার কাছে নিয়ে আসে তিনমাস পর পর। গ্যারি এখন বেশ চটপটে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও দেখতে শুনতে, আচার-ব্যবহারে বাচ্চা ছেলের মতো। আজ ছবি তোলার সময়ও আমার হাতটা আঁকড়ে ধরেই থাকল। ■

[আমেরিকার নিয়ম মেনে প্রতিটি রোগী অথবা ক্ষেত্রবিশেষে রোগীর প্রিয়জনের কাছ থেকে ছবি এবং কাহিনী প্রকাশের যথাযথ অনুমতি নেয়া হয়েছে।]